মাদ্রাসার শিক্ষা ও তরুন সমাজ

তাসরীনা শিখা

"হে দারিদ্র তুমি মোরে করেছো মহান" - কবি নজরুল ইসলাম যখন কবিতাটি লিখেছিলেন তখন তিনি নিশ্চয়ই দারিদ্রতার মাঝে কোন মহত্ব খুঁজে পেয়েছিলেন। কিন্তু আজ একুশ শতক শতাব্দীতে দাড়িয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি দারিদ্রতা কত বড় নির্মম অভিশাপ। এ দারিদ্রতার জন্য আঠারো বছরের গার্মেন্ট শ্রমিক পান্নাকে প্রান দিতে হল। আত্মহত্যা করতে হল আঠারো বছরের দীপালী সুত্রধরকে। এভাবে কত শত পান্না কত শত দীপালী দারিদ্রতার শিকারে জীবনের যবনিকা টানছে কে তার খবর রাখে। দারিদ্রতা মানুষকে বানায় নিষ্ঠুরতার হাতিয়ার। ক্ষুধায় মানুষ হারিয়ে ফেলে তাদের ন্যায় অন্যায় বিচারের শক্তি। আর জ্ঞানহীনতা কেড়ে নেয় মানুষের কাছ থেকে আলোকিত পৃথিবী।

আজকাল যখন প্রায় দিনই টেলিভিশনের পর্দায় দেখি বোমা হামলার সাথে জড়িত কিংবা বোমা তৈরীর সাথে জড়িত বিভিন্ন তরুন ও যুবককে গ্রেফতার করা হচ্ছে তখন তাদের বেশ ভুষা এবং চেহারার মাঝে দেখতে পাই দারিদ্রতার কি করুন ছায়া। তারা কেউই আর্থিকভাবে সচ্ছল কিংবা পড়াশুনায় সমৃদ্ধ নয়। তাদের দিয়ে কাজ করাচ্ছে ক্ষমতাশালীরা। এ তরুনদের নেই এমন কোন শিক্ষা যা দিয়ে তারা বিবেচনা করতে পারে ন্যায় অন্যায় ও নিষ্ঠুরতার। টাকার বিনিময়ে তাদের যা বোঝানো হচ্ছে তারা তাই করে যাচ্ছে। তাদের সংগ্রাম ক্ষুধার সাথে, তাদের সংগ্রাম দারিদ্রতা মোচনে। কিছুদিন আগে যখন বাংলা চ্যানেলের খবরে দেখলাম কিছু মাদ্রাসার ছেলেকে গ্রেফতার করা হয়েছে তার মাঝে রয়েছে পনেরো বছরের একটি কিশোর । সে দিন আমার মনে প্রচন্ড একটা ব্যথা আমি অনুভব করেছিলাম। এ পনেরো বছরের কিশোরটির কি বুদ্ধি হয়েছে, সে কি জানে বোমা তৈরীর ও বোমা হামলার সুফল ও কুফল ? তাকে বা তার মত আরো শত শত কিশোর তরুনকে বোঝানো হয়েছে এটাই তার পর কালের শান্তির ব্যবস্থা।

বাংলাদেশে এখন বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেভাবে সমৃদ্ধি লাভ করছে সেভাবেই শক্তিশালী হচ্ছে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো যার নাম মাদ্রাসা। মাদ্রাসাগুলো ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবেই পরিচিত । গ্রামের একজন সাধারন পিতামাতা ভাবেন তার অনন্ত একটি ছেলেও যদি মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে কোরাণে হাফেজ হয় তাহলে শুধু সন্তানটি নয় তারা পিতামাতাও বেহেশতের মুখ দেখবে । মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা সবাই মোটামুটি অসচ্ছল পরিবারের সন্তান । তারা ছোটবেলা থেকে দেখেছে দারিদ্রতার কি নিষ্ঠুর রূপ । কিন্তু মাদ্রাসা শিক্ষালাভে তাদের জীবনে দ্রারিদ্রতার কালোছায়া কোন অংশেই কমেনা ।কারন মাদ্রাসাগুলিতে যে ধর্মীয় শিক্ষা প্রদাণ করা হয় ত ।থেকে তারা শুধু

মসজিদের ইমামতি কিংবা কুলখানির বা মিলাদে দোয়া পড়াবার যোগ্যতা অর্জণ করে, সমস্ত কাজকরে তাদের দারিদ্রতার মাঝে কোন সচছলতার আলো পৌঁছেনা । এ মাদ্রাসাগুলোতে কোন বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্প কিংবা কোনরূপ কারিগরি ও হস্তশিল্পে শিক্ষা প্রদাণ করা হয়না । যার ফলে মাদ্রাসা শিক্ষা শেষ করে তারা কখনো দারিদ্রতামুক্ত হতে পারে না । কারণ তাদের ভান্ডারে নেই কোন কারিগরি শিক্ষা কিংবা অন্য কোন শিক্ষা যা দিয়ে তারা ধর্মিয় কর্মকান্ডের সাথে সাথে আরো দশটা যুবকের মত অন্য কাজকর্ম করে পরিবারে সচ্ছলতা বয়ে আনতে পারে। তারা জানে না সারা বিশ্ব কোন পথে এগিয়ে যাচ্ছে। তাদের জ্ঞান নেই বিজ্ঞান পৃথিবীতে কি কি সৃষ্টি করছে। তারা জানেনা সাহিত্য মানুষের কতটুকু মনের বিকাশ করছে, তারা জানেনা জ্ঞান মানুষকে কতটুকু সমৃদ্ধ করছে। তারা জানেনা প্রতি দিনের সংবাদপত্রে বিশ্বের ও বাংলাদেশের কি খবর বের হচ্ছে। এমনকি তারা জানেনা বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস। সে শিক্ষা কিংবা জ্ঞান তাদের দেয়া হয় না। তাদেরকে রাখা হচ্ছে একটি অন্ধকার জগতে। যে জগতে কোন আলোর রশ্মি পৌঁছে না। তারা ভোরবেলা সুবেহ্ সাদেক থেকে শুরু করে গভীর রাত পর্যন্ত শুধু শিক্ষা লাভ করে কিভাবে বেহেশতে যাবার পথ সুগম করা যায়। সব ধর্মের শিক্ষা উদারতা, কিন্তু তাদেরকে কোন উদরতার শিক্ষা দেয়া হয় না। ধর্মের মুল কথা মানুষের কল্যাণ, পৃথিবীর কল্যাণ, সমাজের কল্যাণ। অথচ এ সমস্ত শিক্ষার্থীদের নিয়োজিত করা হচ্ছে অকল্যাণমুলক নিষ্ঠুর কার্যকলাপে। তাদের তৈরী করা হচ্ছে ফতোয়া প্রদান করে সমাজেকে পিছনে নিয়ে যাবার কাজে। অনেক মাদ্রাসার ভিতরেও তাদের দিয়ে করানো হয় নানাবিধ অবৈধ কার্যকলাপ। বাংলাদেশের সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা যখন সমস্ত বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ পাচ্ছে তখন মাদ্রাসার কিশোর তরুনরা কেন বঞ্চিত হচ্ছে সর্ববিষয়ে জ্ঞান অর্জনের ? তারা কি দেশের নাগরিক নয় ? তাদের কি অধিকার নেই পৃথিবী সম্স্লর্কে জ্ঞান অর্জনের ? তাদেরকে প্রতিনিয়ত অক্ষম করা হচ্ছে, পঙ্গু করা হচ্ছে। দেশের আরো সহস্র যুবকের মত কর্মরত হয়ে তাদের জীবনের সচ্ছলতা বয়ে আনার ক্ষমতা তারা অর্জন করতে পারছে না। ধর্ম শিক্ষা অবশ্যই খারাপ কিছ নয়, মাদ্রাসাও কোন দোষনীয় নয়। আপত্তিকর হল তাদের শিক্ষা পদ্ধত্তি। ধর্মীয় ও কোরান শিক্ষার পাশা পাশি চলতে পারে মাদ্রাসাগুলিতে নিয়মিত শিক্ষাকারিকুলাম। মাদ্রাসার ছাত্রদের অধিকার আছে কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার। তাদের অধিকার আছে ধর্মীয় কর্মকান্ডের সাথে সাথে অন্য পেশায় নিয়োজিত হয়ে নিজেদের জীবনকে বিকশিত করার। আমার যারা প্রবাসে বসবাস করি আমরা জানি এখানেও ইসলামিক স্কুল আছে। কিন্তু সে স্কুলগুলিতে একটি বিষয় থাকে ইসলামিক বিষয়ক যাতে কোরান শিক্ষা, ধর্মীয় বিষয়ক শিক্ষা প্রদান করা হয় এবং ধর্মীয় নিয়ম কানন ও তার ব্যবহার সম্স্লর্কে শিক্ষা দেয়া হয়। তাছাড়া সমস্ত বিষয়গুলো এদেশীয় অন্যান্য স্কুলগুলোর মতন পড়ানো হয়। এসমস্ত স্কুল থেকে প্রতি বছর বের হচ্ছে মেধাবী ছাত্ররা যারা ধমীয় জ্ঞান অর্জন পুরোপুরি লাভ করার পরেও হতে পারছে যার যার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত। আমাদের দেশে কেন সে ব্যবস্থা চালু হচ্ছে না ? প্রতিটি কিশোর তরুনদের সমান

নাগরিক অধিকার প্রদান করা কি রাষ্ট্রের ও সরকারের দায়িত্ব নয় ? এভাবে বিচ্ছিন্নভাবে তরুন ও যুবকদের গ্রেফতার করে কি সমস্যার সমাধান হবে ? যতদিন না তাদের মাঝে জ্ঞানের আলো পৌছানোর ব্যবস্থা করা না হবে, যতদিন পর্যন্ত তার জানতে পারবে না কি অন্যায়, কি ন্যায়, যতদিন না তার জানবে সত্যিকারের কল্যাণমুলক কাজ কি, ততদিন পর্যন্ত বোমাবাজ ফতোয়াবাজদের হাত থেকে দেশ মুক্ত হবে না। কোন ব্যক্তি বা সংগঠনের পক্ষে মাদ্রাসার শিক্ষা প্রদানের নিয়ম পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। এতে সরকারের সক্রিয় হস্তক্ষেপের প্রয়োজন। কিন্তু সরকার এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবেন না, কারন এতে করে তাদের ভোটের পরিমান কমে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। মাদ্রাসার ছাত্রদের ভোট প্রদানের অধিকার না থাকলেও মাদ্রাসার শিক্ষক, পরিচালক ও তাদের পিছনে যে সব নেতারা জড়িত, যারা মাদ্রাসা শিক্ষার মাধ্যমে তথাকথিত ইসলামী রাষ্ট কায়েম করার জন্য বদ্ধ পরিকর তাদের শক্তিশালী হাত ও ভোটের প্রয়োজন সরকারের রয়েছে। কাজেই সরকার ভীত, সরকার আতংকিত, মাদ্রাসার ছাত্রদের আরো সহস্র ছাত্রদের মত সমপরিমান শিক্ষার আলো প্রদান করে ধর্মীয় নেতাদের শত্রু হতে। ভাবতে কষ্ট লাগে আমরা এমন একটি দেশে জন্মগ্রহন করেছি যে দেশের নেতা নেত্রীরা ক্ষমতাকে ও অর্থকে যতটা ভালবাসেন ততটুকু ভালবাসেন না দেশকে ও দেশের জনগনকে। তাদের মাঝে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কোন আকাঙ্খা নেই, যে আকাঙ্খাটুকু তাদের আছে ক্ষমতায় টিকে থাকার। আমাদের দেশে যখন দুনীুতির সীমা ছাড়িয়ে যায় তখনই দেশ ধর্ম পালন ও ধর্ম প্রচার বেশী বৃদ্ধি পায়। তখন আমাদের নেতা নেত্রীরা সৌদি আরব যাতায়াত বেশী শুরু করেন আল্লাহর মহান কৃপা পাওয়ার উদ্দ্যেশে। অথচ ঘটনা হওয়া উচিত ছিল উল্টো। ধর্মীয় চর্চার সাথে সাথে সমাজ হওয়া উচিৎ ছিল দুর্নীতিমুক্ত ও কল্যাণমুখী।

ধর্মে রয়েছে তুমি জ্ঞান অর্জন করো। জ্ঞান অর্জনের জন্য তুমি সুদুরে পর্যন্ত যাও। তাহলে আমাদের দরিদ্র মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের কেন আবদ্ধ করে রাখা হয়েছে অন্ধকারে ? কেন তারা সুযোগ পাচ্ছে না সব ধরনের সুশিক্ষার ? পৃথিবী ছুটে চলেছে আলোর গতিতে। পৃথিবী আজ মুক্ত। তাহলে কেন মানসিকভাবে বন্ধী আমাদের মাদ্রাসার ছাত্ররা ? সমাজের সর্বস্তরের ছেলে মেয়েরা যদি মুক্ত শিক্ষার সুযোগ পায়, তাহলে মাদ্রসার ছাত্ররা কেন বঞ্চিত হবে সে সুযোগ থেকে ?

একথা সত্যি ধর্ম একটি স্পর্শকাতর ব্যাপার। ধর্ম নিয়ে আমরা কেউই সমালোচনায় নামতে চাইনা। কিন্তু মাদ্রাসার শিক্ষার ব্যাপারটা পুরোপুরি ধর্মীয় ব্যাপার বলে এড়িয়ে যাওয়া ঠিক নয়। এটি দেশের শত শত কিশোর তরুনদের জ্ঞানের আলো পৌঁছে দিয়ে তাদের আলোকিত করার ব্যাপার। মাদ্রাসার নিরীহ কিশোর তরুনদের মগজ ধোলাই করে তাদের অন্যায় কাজে লিপ্ত হওয়ার জন্য যেভাবে অনুপ্রানিত করা হচ্ছে সেক্ষেত্রে সরকারের সে শেকড়ে হস্তক্ষেপ করার সময় কি

এখনো আসেনি ? মাদ্রাসার ছাত্ররাও এযুগের সন্তান, তারাও বাংলাদেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। তাদেরও অধিকার আছে, দাবী আছে, লক্ষ লক্ষ তরুনের মত জ্ঞানের আলো পাবার। ধর্মীয় শিক্ষার সাথে সাথে সরকারের নজর দেয়া প্রয়োজন তাদেরকে অন্যান্য জ্ঞানের আলোয় আলোকিত করতে। সরকারী সহযোগীতা প্রয়োজন তাদের সক্ষম হতে এবং একটি দরিদ্রমুক্ত পরিবার ও একটি কুসংস্কারমুক্ত সমাজ সৃষ্টি করতে।

তাসরীনা শিখা ঃ টরন্টো প্রবাসী লেখক